ইসরায়েলের বিচার প্রক্রিয়া: আন্তর্জাতিক আদালতের কর্মকর্তাদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা



সংগৃহীত ছবি

মার্কিন ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)-এর কার্যক্রমকে আরও জটিল করতে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। আদালত এই পদক্ষেপকে "একটি স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হামলা" হিসেবে অভিহিত করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ বুধবার চারজন ICC কর্মকর্তার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছেন দুই বিচারক—কানাডার কিম্বার্লি প্রস্ট এবং ফ্রান্সের নিকোলাস গিলো—সাথে দুই প্রসিকিউটর—ফিজির নাজহাত শামিম খান এবং সেনেগালের মামে মান্দিয়ায়ে নিয়াং। মার্কিন সরকার জানিয়েছে, এই কর্মকর্তারা আমেরিকান ও ইসরায়েলি নাগরিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

নিষেধাজ্ঞার ফলে তাদের মার্কিন সম্পত্তি জারির আওতায় আসবে এবং এটি ব্যবহার করার অনুমতি বন্ধ হবে। মার্কো রুবিও বলেছেন, "আমরা আমাদের সেনা, সার্বভৌমত্ব এবং মিত্রদের সুরক্ষায় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, ICC-এর অবৈধ ও ভিত্তিহীন কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করতে।"

নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে পররাষ্ট্র বিভাগ জানিয়েছে, কিম্বার্লি প্রস্ট আফগানিস্তানে মার্কিন কর্মীদের নিয়ে তদন্ত অনুমোদন করেছিলেন, যা পরে বাতিল হয়। নিকোলাস গিলো ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী যোগাভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার অনুমোদন দিয়েছিলেন। নাজহাত ও মামে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করেছেন।

ফ্রান্স এই পদক্ষেপে "হতাশা" প্রকাশ করেছে। প্যারিসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার নীতির পরিপন্থী।

আদালতও সরাসরি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। ICC-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা "আদালতের সদস্য দেশ, আন্তর্জাতিক আইনের শাসন এবং কোটি কোটি নিরীহ মানুষের প্রতি অবমাননা"। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্তেফান দুজারিক বলেছে, "ICC আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচার ব্যবস্থার একটি মূল স্তম্ভ। আমরা তাদের কাজকে সম্মান করি এবং তাদের কার্যক্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি।"

অন্যদিকে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এটি ইসরায়েল ও আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।"

ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নতুন নয়। তার প্রথম মেয়াদে ICC-এর ওপর অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, যা পরে বাইডেন প্রশাসন ২০২১ সালে প্রত্যাহার করে। এখন ICC-এর নয়জন কর্মকর্তার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটসের প্রতিনিধি দানিয়া চায়িকেল বলেছেন, "এই পদক্ষেপ আইনের শাসনের ওপর একটি অব্যাহত আক্রমণ এবং যুদ্ধাপরাধের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় কাজ করা ব্যক্তিদের ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা।" তিনি আরও যোগ করেছেন, "এটি ICC-এর ১২৫ সদস্য দেশের জন্য একটি সংজ্ঞায়িত পরীক্ষা—তারা কি আদালতের স্বাধীনতা রক্ষা করবে, নাকি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর চাপে নতি স্বীকার করবে?"

এই পদক্ষেপের ফলে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ তৈরি হয়েছে